খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 20 ❑ 31 July, 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বিজেপির সিএএ শিবিরের পাল্টা চেতনা শিবির তৃণমূলের রাজনৈতিক উত্তাপ বাগদায়

প্রতিনিধি ঃ বিজেপির সহযোগিতা শিবিরের পাল্টা তৃণমূলের শিবির বাগদায়। রবিবার বাগদার চুয়াটিয়া বাজারে একদিকে চলল শিবির, অন্য দিকে চলল পথসভা। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, এলাকার মানুষকে ভুল বুঝিয়ে সিএএ তে ফর্ম ফিলাপ করানো হচ্ছে এখানে। বাগদা ব্লকে উদ্বাস্তু মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের বাস। তৃণমূল বিজেপির পাল্টা যুক্তিতে উদ্বাস্তু মানুষ বিভ্রান্ত বলে তারা জানিয়েছেন। সামনে ২০২৬ এর ভোট। তার আগে ব্লকের কোনিয়াড়া ২ পঞ্চায়েতের চুয়াটিয়া বাজার এলাকায় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন পত্র পূরণ করার একটি শিবির খোলা হয়। এই শিবিরের উদ্যোক্তা ছিলেন বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপির বিরোধী দলনেতা সৌরভ গয়ালি। গ্রামের অনেকেই এই শিবিরে সিএএ এর জন্য আবেদনের ফর্ম ফিলাপ করতে এসেছেন। সৌরভ গায়ালি জানিয়েছিলেন, মানুষের সিএতে ফরম ফিলাপের জন্য সহযোগিতা করা হচ্ছে। বহু মানুষ এখানে এসে তৃণমূলের অপপ্রচারে কান না দিয়ে ফরম ফিলাপ করছে। তাঁর পাল্টা হিসেবে রবিবার গ্রামবাসীদের সিএএ নিয়ে সতর্ক করতে তৃণমূলের শিবির করা হলে বহু মানুষ সেখানে আসেন। শিবিরের কর্তা তৃণমূল নেতা নিউটন বালা বলেন, মানুষ ভুঁইফোড় নেতাদের ভাওতাবাজিতে বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের কাছে আসছে। বেনাগরিক করার চক্রান্ত করছে ওরা। 'যাদের ভোটার কার্ড আছে, যারা ভোট দিয়ে সাংসদ বিধায়ক তৈরি করছে, তারা সকলে এই দেশের নাগরিক। যারা সরকারি রেশন নেয়, নতুন করে নাগরিত্ব নেওয়ার জন্য কোনো র্ফম ফিলাপ করতে হবে না। এ সব বিজেপির ভাওতাবাজি। আমরা মানুষকে তাই বোঝালাম। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিপদে ফেলছে ওরা। তৃণমূলের এই শিবিরে এদিন এসেছিলেন এলাকার একাধিক বাসিন্দা। বনশ্রী, সহিষ্ণু, তরুলতা, রাহুল- রা বলেন, আমরা উদ্বাস্তু সাধারণ মতুয়া। অনেকে বিজেপির সহযোগিতা শিবিরে গিয়ে সিএএ এর ফরম ফিলাপ করছে, তাই আমরা বিভ্রান্ত হয়েছি। তাই তৃণমূলের শিবিরে এসে শুনলাম আশ্বস্ত হলাম। আমরা ফরম ফিলাপ করব না। পাশাপাশি এদিন গোপালনগর সনেকপুরে নিত্যানন্দ সেবাশ্রমে হিন্দু বাঙালি ঐক্য মঞ্চের উদ্যোগে সিএএ এর ফর্ম ফিলাপ চলে। উপস্থিত ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার। শতাধিক মানুষ তারা তাদের নথিপত্র দেখাচ্ছে এবং অনলাইনের মাধ্যমে এখানে ফর্ম ফিলাপ করছে। বাঙালি ঐক্য মঞ্চের কর্মকর্তারা জানালেন, তারা বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে মানুষকে সহযোগিতা করছেন। স্বপন মজুমদার বলেন, যারা উদ্বাস্ত মানুষ তাঁরা ফর্ম ফিলাপ করুন, আমরা সহযোগিতা করব।

অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় নথিপত্র তৈরি করে দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপি কর্মী

প্রতিনিধি ঃ নিজের প্রসাধনী দ্রব্যের দোকানের আড়ালে মোটা টাকার বিনিময়ে ভারতীয় ব্যক্তিদের ভোটার কার্ড আধার কার্ডের ছবি বদলে বাংলাদেশিদের ছবি লাগিয়ে জাল কারবার দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। খবর পেয়ে পুলিশের জালে জালিয়াত। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার বানেশ্বরপুর বাজার থেকে গ্রেফতার হলো। ধৃতের নাম রাজকুমার বারুই।

পুলিশ জানিয়েছে, খবর পেয়ে বাগদা থানার পুলিশ অভিযুক্তের দোকানে হানা দেয়। সেখান থেকে উদ্ধার হয় বেশ কিছু জাল আধার কার্ড ও যন্ত্র। মঙ্গলবার রাতে ধৃত রাজকুমারকে গ্রেফতার করে বুধবার ৭ দিনের নিজেদের হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে বাগদা থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশীদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ডের ছবি বদলে দিত অভিযুক্ত। সেই সমস্ত কার্ড নিয়ে বাংলাদেশিরা ভিন রাজ্যে কাজ করতে যায়। খালি চোখে দেখে বোঝা যেত না সেগুলি আসল না নকল।

ধৃত এলাকায় বিজেপি কর্মী বলেই পরিচিত। তার গ্রেপ্তারের পর শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলের অভিযোগ, ধৃত বিজেপি কর্মী। তাকে বিজেপির মিছিল মিটিংয়ে দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে দোকানের আড়ালে সাইবার ক্যাফে খুলে অনুপ্রবেশকারীদের আধার কার্ড ভোটার কার্ড সহ অন্যান্য ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দেওয়ার কাজ করে আসছে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, বিজেপির লোকজন বিভিন্ন বেআইনি কাজবাজের সঙ্গে যুক্ত, এটাই তার প্রমাণ। এর পেছনে ওদের বড় মাথা আছে। অভিযোগ অস্বীকার করে বিজেপি নেতা স্বপন হাওলাদার বলেন, এর সঙ্গে আমাদের দলের কোন সম্পর্ক নেই। কেউ যদি অন্যায় করে থাকে, তাহলে আইন আইনের পথে চলবে। বিজেপি কোনদিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না।

ভাষা সন্ত্রাসের প্রতিবাদে চাঁদপাড়ায় তৃণমূলের মিছিল

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর ভাষা সন্ত্রাস শুরু হয়েছে। বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে নির্যাতন চলছে। এরই প্রতিবাদে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যনার্জীরি নির্দেশে রাজ্যের সর্বত্র ভাষা সন্ত্রাসের প্রতিবাদে তৃণমূল কর্মীদের মিটিং-মিছিল চলছে। গত ৩০ জুলাই গাইঘাটার তৃণমূলনেত্রী তথা গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি ও দলের ব্লক সভাপতি শ্যামল

তৃতীয় পাতায়...

সিএএ এর ফরম ফিলাপ শিবিরে গিয়ে ঠাকুরবাড়ি নিয়ে বিস্ফোরক বিজেপি বিধায়ক

প্রতিনিধি ঃ বাঙালি ঐক্য মঞ্চের উদ্যোগে গোপালনগরের সনেকপুর নিত্যানন্দ আশ্রমে সিএএ সহযোগিতা ক্যাম্পে রবিবার গিয়েছিলেন হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার। সেখানে উপস্থিত উদ্বাস্তু মতুয়াদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ঠাকুর বাড়িতে যাওয়া লাগবে না, নিত্যানন্দ আশ্রমে আসুন। কারণ ঠাকুরবাড়িতে গেলে বলছে মতুয়া কার্ড করতে। তারপরে একমাস পরে সার্টিফিকেট পাবেন, তারপর সিএএ তে আবেদন করবেন।

প্রসঙ্গত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের মতুয়া মহাসঙ্ঘের সহযোগিতায় ঠাকুরবাড়িতে সিএএ ফরম ফিলাপের জন্য শিবির চলছে। এদিন বিজেপির বিধায়ক সেই ঠাকুরবাড়িতে যেতে নিষেধ করা নিয়ে বিজেপির অন্দরে শোরগোল পড়েছে।

এ বিষয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ঠাকুরবাড়ির শান্তনু ঠাকুরদের প্রতি ওদের লোকজনেরই যে আস্থা নেই, অসীম সরকারের কথাতে তাই প্রমাণ হয়। ওরা ভাওতা দেয় .মানুষ সেটা বুঝেছে ও মতুয়া কার্ড দেখানোর পরেও ভিন রাজ্যে সমস্যায় পড়ে মতুয়ারা এবং সিএএ নিয়ে ওরা ভাঁওতা দিচ্ছে। নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে বলছে।

বেহাল পেট্রাপোলের আমদানি-রপ্তানি

সায়ন ঘোষ : এশিয়ার সর্ব বৃহৎ স্থলবন্দর হল পেট্রাপোল স্থলবন্দর। অন্যদিকে, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দর হল বেনাপোল। পেট্রাপোল ও বেনাপোল স্থলবন্দরের কর্মকর্তাদের মাসিক বাণিজ্য বৈঠক দীর্ঘ ১১ মাস ধরে বন্ধ রয়েছে। গত বছর ৫ই আগস্টে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর এই বৈঠক হচ্ছে না। এতে দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনায় নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

বন্দর-সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, স্থল পথে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে মোট বাণিজ্যের ৮০ শতাংশ হয়ে থাকে বেনাপোল এবং পেট্রাপোল বন্দরের মাধ্যমে। বাণিজ্য জটিলতা সমাধানে ২০১৬ সালে দুই দেশের যৌথ উদ্যোগে মাসিক বৈঠকের রীতি চালু হয়। বেনাপোল-পেট্রাপোল সীমান্তের শূন্যরেখায় কাস্টমস, বন্দর এবং আমদানি-রপ্তানি সংগঠন সিঅ্যান্ডএফ প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে প্রতিমাসে বৈঠক করতেন। এতে অনেক সমস্যা সমাধান হতো। গত বছর ৫ আগস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর আর বৈঠক হয়নি। বৈঠক না হওয়ায় বাণিজ্য-সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের সুযোগ কমে এসেছে।

প্রসঙ্গত, বেনাপোল বন্দরের মাধ্যমে বাণিজ্য সম্প্রতি অনেক কমে গেছে। বেনাপোল আমদানি-রপ্তানিকারক সমিতির সভাপতি মহাসিন মিলন বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের জটিলতা নিরসনে বৈঠক দীর্ঘ কয়েক মাস বন্ধ থাকায় সংকট

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ২০ ❐ ৩১ জুলাই, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

SIR-ই কী ঘুরপথে CAA লাগু করার প্রচেষ্ট!

২০১৯ সালে সংসদে পাশ হওয়া CAA বিল ২০২৪ সালের ১১ মার্চ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে পরিণত হয়। এই আইনে বলা হল— পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্থান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ভারতে আগত ছয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। তার জন্য প্রয়োজন ছয় রকমের বিধি, যা সকলের পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব নয়। ২০২৪-এর ভোট যুদ্ধ শেষ হলেও CAA তে সেভাবে সাড়া না পওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৫ সালে অন্য পথ অবলম্বন করেছে। SIR (স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) বা ভোটার তালিকা পুণর্মূল্যায়ন-এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার CAA লাগু করতে চাইছে বলে বিরোধী দল সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলি অভিমত পোষণ করছে। অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশি রাজ্য বিহারে SIR এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সকলেরই আশঙ্কা— এরপর পশ্চিমবঙ্গের পালা। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন থেকে BLO- দেরকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে বারবার বলা হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে CAA লাগু হতে দেওয়া হবে না। কারো ভোটারধিকার কেড়ে নিতে দেওয়া হবে না। যা নিয়ে রাজ্য সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর তর্জা। এরই মধ্যে আবার উত্তর ২৪ পরগণার বাগদাতে বিজেপি'র পক্ষ থেকে CAA তে আবেদনের জন্য ক্যাম্প খোলা হয়েছে, যা নিয়ে শুরু হয়েছে চাপান উতোর। সাম্প্রতিককালে আবার ভাষার কারণে, সোজা কথায় বললে, বাংলা ভাষায় কথা বলার কারণে বাংলাভাষীদের নিপীড়িত হতে হচ্ছে ভারতের ভিন্নরাজ্যে। সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে বিশেষ করে পরিযায়ী শ্রমিকদের। বহুবছর ধরে কাজ করা বাংলার শ্রমিকরা আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কর্মস্থল ছেড়ে ফিরে আসছে নিজের রাজ্যে। তার মধ্যেই অনেক বাংলাভাষীদের মধ্যে শুরু হয়েছে CAA আতঙ্ক। নির্বাচন কমিশন SIR-কে যতই ভোটার তালিকা পুণর্মূল্যায়ন বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন না কেন, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে CAA কে লাগু করার বীজমন্ত্র- এটা অভিজ্ঞ মহলের ধারনা। ভারতেরই বিভিন্ন রাজ্যে ভাষার কারণে বাঙালী নিপীড়নের সাথে সাথে SIR এর মাধ্যমে দিনমজুর খেটে খাওয়া বাঙালীদের জীবন আরও দুর্বিসহ উঠবে কি না, তা জানে শুধুই ভবিতব্য।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

(১) ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষার জন্য, যা ১৯৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় এবং ১৯৭৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে কার্যকর হয়।

(২) ICESCR (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষার জন্য, যা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৬৬ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে মূল চুক্তি হিসেবে গৃহীত হয় এবং ৩ জানুয়ারি ১৯৭৬ থেকে কার্যকর হয়। এই দুই চুক্তি এবং UDHR মিলে তৈরি হল International Bill of Rights.

এবারে ICCPR - এর মূল উদ্দেশ্যগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে :

প্রথমত : ব্যক্তির নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে আন্ত র্জাতিকভাবে সুরক্ষিত করা।

দ্বিতীয়ত : রাষ্ট্রগুলির উপর আইনি দায় সৃষ্টি করা, যাতে তারা এই অধিকারগুলি রক্ষা করে।

তৃতীয়ত : মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ভোটাধিকারের অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ন্যায্য বিচারের অধিকার ইত্যাদি নিশ্চিত করা।

বর্তমান বিশ্বের ১৪০টি রাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

ধারা ১ (Article ১): আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার

সকল মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার রয়েছে। এই অধিকারের ভিত্তিতে তারা স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করতে পারে এবং তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পথ অনুসরণ করতে পারে।

কোনও জাতিকেই তাদের জীবনধারণের মৌলিক উৎস থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

ধারা ২ (Article 2) : বৈষম্যহীনতা ও প্রতিশ্রুতির বাধ্যবাধকতা

প্রত্যেক রাষ্ট্রপক্ষ এই চুক্তিতে স্বীকৃত অধিকারগুলোকে তাদের ভূখণ্ডে বসবাস করে এবং তাদের বিচারব্যবস্থার অধীনে বসবাস করে— এমন সকল ব্যক্তির প্রতি সম্মান জানাবে ও কোনও প্রকার বৈষম্য ছাড়াই সেটা নিশ্চিত করবে।

রাষ্ট্রপক্ষগুলো এই অধিকারগুলো কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত ধারা ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা ৩ (Article 3): পুরুষ ও নারীর সমঅধিকার

রাষ্ট্রপক্ষগুলো পুরুষ ও নারীর মধ্যে

চলবে...

ভ্রমণ ঃ

কাশ্মীর-এ এক পরিবার

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

এই দুঃসাহসিক অভিযান দেখা ভ্রমণের অনন্য রূপ দেয়। এভাবে হেলতে দুলতে আমরা চলেছি শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে, যেন মনে হয় আরো দেরি করে পৌছালেই ভালো হতো। শেষে এক পেট্রোল পাম্পে আবার ৪০ মিনিট অপেক্ষা করার পর আমরা শ্রীনগর প্রবেশে ছাড়পত্র পাই। রাত ন'টা, হোটেল সাহারায় আমরা উঠলাম। হারু বাবু আমাদের ঘরের চাবি দিলেন। আমরা ঘরে পৌঁছানোর আগেই দরজার সামনে লাগেজ পৌঁছে গেছে। ঘরে প্রবেশ করে হাত মুখ ধুয়ে চায়ের ডাক পড়ল। নিচেয় ডাইনিং রুমে এলাম। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও আসতে লাগলো। সেই রাতে হারু বাবু আমাদের খাসির মাংসের মিল দিয়েছিল। পরের দিন সকাল সাতটায় বেরোতে হবে। শোনমার্গ যেতে হবে। শ্রীনগরের সাহারা হোটেলে আমাদের চার রাত থাকতে হবে। ঘরের জানলার কাঁচের মধ্যে দিয়ে সুন্দর সবুজ পাহাড়ের দৃশ্য সবকিছুকে প্রত্যাহিক জীবন থেকে. অন্য এক জীবনে নিয়ে ফেলে।

ভোরের বেলায় ড্যামেজার সুব্রত আমাদের জাগিয়ে দিয়ে গেল। ঘরে চা দিয়ে গেল। গরম জল এসে গেছে, আমরা স্নান করে নিলাম। পহেলগাঁও এবং এখানে জল গরম অন্য পদ্ধতিতে হয়, সব জায়গায় বাথরুমের গিজার থেকে গরম জল পাওয়া যায়। এখানে একটা বয়লার তৈরি করা আছে। এই বয়লারে জ্বালানি হিসেবে কাঠকে ব্যবহার করা হয়। জল গরম ওয়াটার সাপ্লাই লাইন দিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করে। এতে হোটেলের অনেক কম খরচ পড়ে। একটি বয়লার তৈরিতে খরচ পড়ে ৩০ হাজার টাকা মতো। এই বয়লার পহেলগাঁও এর সব হোটেলেই মিলবে। রওনা হলাম শোনমার্গ এর উদ্দেশ্য।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

"পারব না কেন ? ওখানে দাঁড়ালেই বাসের কনডাক্টর হাত ধরে আমাকে বাসে তুলে নেবে। "একথা বলতেই, দিদি আমার যাওয়ার জোগাড় করতে লাগলো। একটা কাপড়ের ব্যাগের মধ্যে আমার দু' তিন সেট জামা প্যান্ট দিয়ে দিল। বলল, "তোকে ওখানে থাকতে হবে। পনেরো দিন না এক মাসে কাজ হবে তা আমি জানিনা। আমার এই বয়স পর্যন্ত বাড়িতে কোনও মৃত্যু দেখিনি। সে কারণে শ্রাদ্ধ শান্তি কত দিনে হবে জানিনা। তোকে অশৌচ পালন করতে হবে । আমার গোত্র পরিবর্তন হয়েছে। আমার অশৌচ পালনের দরকার নেই। তুই এখন চলে যা।"

রাস্তাটা এইটুকু না। প্রায় দুই-আড়াই কিলোমিটার। মাঠের মধ্যে দিয়ে, কোথাও কোথাও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, আবার কোথাও লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। সমস্যা কিছু হবে না। মৃত্যুর আবহ হলেও, সে মৃত্যু বড় আপনজনের। আমার মনের মধ্যে কেবল দাদুর কথায় ফিরে ফিরে আসছে।

বাড়িতে যখন থাকতাম, দাদু ছিল আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। সেই দাদু এখন অসহায়। ঠাকুরমা নেই। অনেকটাই একা হয়ে গেলেন। এখন থেকে দাদুকে সেই আগের মতো সুস্থ, স্বাভাবিক পাব তো! দীর্ঘ ৬৭ বছর একসাথে কাটিয়েছেন ঠাকুমার সঙ্গে। সেই মানুষটা আজ নেই। আমার মনে যদি এতটাই দুঃখ লাগে, তাহলে দাদুর মনে কি হচ্ছে, যে দাদু আমাকে অনেক সামাজিক শিক্ষা দিয়ে শিক্ষিত করে তুলেছেন। দাদু একটা কথা প্রায়ই বলতেন, "বুড়ি ছোঁতে হবে ঠিক সময়ে ঠিক কাজে।"

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "বুড়ি ছোঁয়া কী গো দাদু?" দাদু ওইটুকু বয়সে আমাকে অনেক কিছুই শিখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, " তোমার বুড়ি ছোঁয়া এখন হচ্ছে, প্রকৃত মানুষ হওয়া। কিভাবে তুমি মানুষ হবে! শিক্ষাক্ষেত্রে তোমাকে সমস্ত ক্লাসে ভালোভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। সেটা হবে তোমার বুড়ি ছোঁয়া। এরপর চাকরি। চাকরির ক্ষেত্রে প্রমোশনের জন্য সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে পেরিয়ে তোমাকে মাথা হতে হবে। সেটাও তোমার আসল বুড়ি ছোঁয়া। সব থেকে বড় ছুঁতে হবে তোমার সংসার জীবনে। মা-বাবা -স্ত্রী -পুত্র -কন্যা নিয়ে সুখে-শান্তিতে সংসার প্রতিপালন করতে হবে। মনে রেখ, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেই অশান্তি ঢুকে পড়ে সংসারে। অস্বচ্ছন্দ হচ্ছে সংসারের ছিদ্রপথ। আরও বলেছিল, জীবনের শেষ বুড়ি ছোঁয়া হচ্ছে মৃত্যুকে ছুঁয়ে ফেলা। "

সেই মৃত্যুকেই ঠাকুমা ছুঁয়ে ফেলেছে। ঠাকুমার আর কোনও বুড়ি ছোঁয়ার প্রয়োজন নেই। শেষ বুড়ি ছুঁয়ে ফেলেছে। দাদুর এবার কী হবে! দাদুর বলা কথাই কেবল মনে আসছে— দাদু

চলবে...

উল্লাসের মাধ্যমে ৫০০০ বৃক্ষরোপণ রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল- এর

সায়ন ঘোষ, কলকাতা : দু-চাকা অর্থাৎ বাইক মানুষকে স্বপ্ন দেখায়। আর সেই স্বপ্ন পূরণ করতে এগিয়ে আসে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো রাইডিং গ্রুপ 'রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল'। তাঁদের মূল লক্ষ্য নিরাপত্তা এবং সঠিক পরামর্শ দেওয়া, সাথে পরিবেশ সচেতনতা তো আছেই।

বাংলার অন্যতম বাইকারদের সবচেয়ে বড় সংস্থা 'রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল' এর তরফ থেকে গত রবিবার আয়োজন করা হয় এক অনুষ্ঠানের। যার নাম দেওয়া হয়েছিল উল্লাস। এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় গ্রীন বেঙ্গল প্রজেক্টের উদ্বোধনের মাধ্যমে। যাতে করে প্রায় আগামী এক বছরের মধ্যে ৫০০০ বৃক্ষরোপণ করা হবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রাইডিং সম্পর্কিত খেলার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও চলে সংগীত ও নাচের অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিলেন বিখ্যাত ইঞ্জিন অয়েল প্রস্তুতকারী সংস্থা ক্যাস্টল সহ বিখ্যাত বাইক প্রস্তুতকারী সংস্থা রয়েল এনফিল্ড।

রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল এর প্রতিষ্ঠাতা শুভজিৎ সিনহা জানান, "আমাদের রাইডারদের নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে সেভাবে কোনো বড় সংগীত অনুষ্ঠান হয়নি। সেই থেকেই এই ভাবনা। এছাড়া আমাদের সংস্থা প্রতি বছরেই বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কাজ করেই চলেছে। সামজিক ভাবে পিছিয়ে পরা মানুষের পাশে থাকা থেকে শুরু করে গাছ লাগানো, রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন রকমের সচেতনতামূলক কাজ করে চলেছে রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল।"

অন্যদিকে, রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অপরাজিত রায় সিনহা বলেন, আমাদের শেষ পাঁচ বছরের ইচ্ছে ছিল আজকের এই দিনটি প্রতিটা রাইডার্সকে উপহার দেওয়া। কারণ এরকম অনুষ্ঠান আগে কোনো জায়গায় হয়নি। এছাড়াও এদিনের উল্লাস এর মধ্যে দিয়ে গ্রীন বেঙ্গল প্রজেক্টের উদ্বোধন করা হয়, যার মাধ্যমে আগামী বছরের মধ্যে ৫০০০ বৃক্ষরোপণ করা হবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়।"

প্রসঙ্গত, কলকাতার রুবি সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত করা হয় এদিনের রাইডার্স কমিউনিটি অফ বেঙ্গল এর উল্লাস এর প্রথম বর্ষ। এদিনের

গোবরডাঙ্গায় সেবার সাহিত্য সভায় সংবর্ধিত কবি শংকর

নীরেশ ভৌমিক ঃ জন্ম মাসে বিশিষ্ট কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে ফুল-মালা অর্পণের মধ্য দিয়ে গত ২৬ জুলাই মধ্যাহ্নে মহা সমারোহে শুরু হয় সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৬৮ তম সাহিত্য সভা ও অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কুমকুম মুখার্জী।

প্রবীণ কবি গৌরাঙ্গ দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। সভার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবি সাহিত্যিক স্বরচিত সাহিত্য ও কবিতা পাঠ করে শোনান, শিশু শিল্পী স্বস্তিকা, দীয়া ও মানালিনার কণ্ঠের যৌথ কবিতা আবৃত্তি সমবেত সকলকে মুগ্ধ করে। বর্ষিয়ান সংগীত শিল্পী বিমল সরকার, প্রবীর হালদার, বিবর দত্ত, অমল মণ্ডল ও কেয়া দেবনাথের গাওয়া গান এবং বাসন্তি দেবনাথের স্বরচিত কবি পাঠ প্রশংসার দাবি রাখে।

এদিন বর্ষিয়ান কবি শংকর মল্লিককে সমিতির পক্ষ থেকে পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র, মেমেন্টো সহ নানা উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। স্মারক সহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা, সম্পাদক গোবিন্দ বাবু ও সেবার প্রবীণ সেবিকা প্রতিমা চক্রবর্তী। মানপত্র পাঠ করেন সেবিকা সুপর্ণা নাগ। কাব্য ও সাহিত্যপ্রেমী বহু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশ গ্রহনে এদিনের ৬৮ তম সাহিত্য সভা বেশ মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট কবি স্বপন কুমার বালা, বর্ষিয়ান কবি শংকর মল্লিক, সঞ্চালক সুবিদ মোল্লা। স্বাগত ভাষণে সমিতির সম্পাদক সংস্কৃতি প্রেমী গোবিন্দলাল মজুমদার আয়োজিত সাহিত্য সভার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন এবং সেই সঙ্গে জন্ম মাসে কবিত্রয়ের কাব্য ও সাহিত্য জীবনের উপর

দৃষ্টির বনমহোৎসব

সংবাদদাতা ঃ দত্তপুকুরের দৃষ্টি নাট্যসংস্থা গত ২০ জুলাই বৃক্ষরোপন এবং সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিন সকাল থেকে সংস্থার সদস্যগণ দৃষ্টির শিল্পশালা অঙ্গনে এবং এলেকার বিভিন্ন পথের দু'পাশে গাছের চারা রোপন করেন। সন্ধ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি নজরুল স্মরণে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন সংস্থার সদস্য-সদস্যাগণ। ঐশী, ভূমি, শ্রেয়া প্রমূখ নৃত্য শিল্পীগণ পরিবেশিত রবীন্দ্র নজরুল নৃত্য কোলাজের মধ্য দিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পরিবেশিত সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, শ্রুতি নাটক ছাড়াও কবিদ্বয়ের জীবন ও সাহিত্য কর্মের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা। প্রধান শিক্ষক মনোজ ঘোষ, সুমন মীরবহর পরিবেশিত শ্রুতি নাটক রবি ঠাকুরের ' সূক্ষ বিচার' এবং জয় বিশ্বাস, অভীক মজুমদার, সৈকত ভট্টাচার্য, চন্দ্রদীপ দাস অভিনীত কবিগুরুর 'আশ্রম পীড়া' নাটকটি সমবেত সকলকে মুগ্ধ করে। দৃষ্টির কর্ণধার প্রবীণনাট্য ব্যক্তিত্ব বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এদিনের অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সংস্থার সকল শিল্পী ও কলা কুশলীগণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

নাট্য মিলন গোষ্ঠীর পুস্তক ও বস্ত্রদান

সঞ্জিত সাহা ঃ শ্রীনগর হাবড়া নাট্যমিলন গোষ্ঠী বছরভর নাট্য চর্চার পাশাপাশি নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্ম করে থাকে। গত ২১ জুলাই নাট্যমিলন গোষ্ঠীর সদস্য নাট্যকর্মীগণ অশোকনগরের বিদ্যাসাগর বাণীভবন উচ্চ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৫জন দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীর হাতে পাঠ্য পুস্তক ও বিদ্যালয়ের পোষাক তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। বিদ্যালয়ের সংস্কৃতিপ্রেমী প্রধান শিক্ষক ড. মনোজ নাট্য মিলন গোষ্ঠীর এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। সেই সঙ্গে বলেন, শ্রীনগর হাবড়া নাট্য মিলন গোষ্ঠীর মতো অন্যান্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা যদি এভাবে দুস্থ-মেধাবী পড়ুয়াদের পাশে এসে দাঁড়ান, তাহলে এরা বড়ই উপকৃত হবে। নাট্যমিলন গোষ্ঠীর কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, বিদ্যালয়ের দুস্থ পড়ুয়াদের পাশে এভাবে দাঁড়াতে পেরে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করছি।

গোবরডাঙার নকসা নাটকে জাপানের তাদাকি সুজুকি পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ

সংবাদদাতা ঃ দিল্লীর ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা থেকে পাশ করে বেরিয়ে নতুন কিছুর সন্ধান করতে থাকেন গোবরডাঙ্গা নকসার তরুণী অভিনেত্রী ভূমিসুতা দাস। ঠিক এমনই সময় তিনি জানতে পারেন কঠিন কঠোর এক ফিজিক্যাল ও ভোকাল ট্রেনিং এর। এই নতুন পদ্ধতিটি এশীয় বাগধারার সাথে অনেকাংশে জড়িত। মার্শাল আর্ট জাপানের ঐতিহ্যবাহী একটি ফর্ম, যা নাটকের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

এছাড়া গ্রিক থিয়েটারের অনুপ্রেরনা ও কঠোর অনুশীলন তাদাকি সুজুকিকে এক দর্শনে পৌঁছে দেয়। যেখানে তিনি আবিষ্কার করেন এমন এক পদ্ধতি যার দ্বারা একজন অভিনেতা তার শরীর ও মনকে চিনতে পারে। এবং সেই সঙ্গে নিজের বাউন্ডারিগুলো নিজে খুঁজে বের করে নিজেই নিজেকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। সেই শিক্ষা আজ ভূমিসুতা ছড়িয়ে দিচ্ছেন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে ও দেশের বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ের নাট্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে। গোবরডাঙ্গার সংস্কৃতি কেন্দ্র নকসা আয়োজিত চার দিনের এক নাট্য কর্মশালায় জাপানের সুজুকি মেথড অফ অ্যাকিটং এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন নকসার বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী ভূমিসুতা দাস, কর্মশালায় ২১ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। নকসার অন্যতম কর্নধার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস দাস জানান, শুধু গোবরডাঙা বা পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশের বিভিন্ন রাজ্যেও জাপান থেকে শিখে আসা এই নতুন পদ্ধতিতে নাটকের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন প্রশিক্ষক ভূমিসুতা দাস।

ঠাকুরনগরে প্রতিধ্বনির নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ হল ৩ খানি নাটক

সংবাদদাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমির আর্থিক সহায়তায় ঠাকুরনগরের প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থা এক দিবসীয় এক নাট্য উৎসবের আয়োজন করে। গত ২৬ জুলাই স্থানীয় কবি বিনয় মজুমদার স্মৃতি মঞ্চে আয়োজিত অন্তরঙ্গ নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব মুকুন্দ চক্রবর্তী, সংস্থার বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী ও নৃত্য শিক্ষিকা মাম্পি দাস এর নির্দেশনায় সংস্থার নৃত্য শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত এক মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আয়োজিত নাট্যোৎসবের সূচনা হয়।

প্রতিধ্বনি আয়োজিত এদিনের নাট্য উৎসবে তিনখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। শুরুতেই বসিরহাটের কিংশুক নাট্যদল মঞ্চস্থ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনী অবলম্বনে সকলের ভালো লাগার নাটক তারাপদ। দ্বিতীয় নাটক মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে বাগনা আলো নাট্য সংস্থার নাটক 'বসুসেন'। এদিনের শেষ নাটক আয়োজক প্রতিধ্বনি সাংস্কৃতিক সংস্থার বাস্তব ভিত্তিক নাটক 'ফেরার ডাক', বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা সুশান্ত বিশ্বাসের নির্দেশনায় সমৃদ্ধ নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। এদিনের নিম্নচাপের বর্ষণকে উপেক্ষা করেও বহু নাট্যমোদী মানুষজন পরিবেশিত নাটক গুলি বেশ উপভোগ করেন।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত কলরবের নাট্য কর্মশালা

সংবাদদাতা ঃ চাঁদপাড়ার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা কলরব প্রতি বছর বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান ছাড়াও নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সংগঠনের সদস্যদের নাটকের প্রতি আগ্রহ বাড়ায় নাটককে আরোও আকর্ষনীয় করে তুলতে নাট্যকর্মশালার আয়োজন করে কলরব কর্তৃপক্ষ।

গত ৬ জুলাই চাঁদপাড়ার হৃষিকেশ কুন্ডু নাট্য গৃহে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তী। মাসের চারটে রবিবার নাট্যাভিনয় ছাড়াও মূকাভিনয়, মেকাপ, নাটকে ধ্বনি ও আলো প্রক্ষেপন ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সুভাষ চক্রবর্তী ছাড়াও প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর প্রাক্তন সদস্য ও গোবরডাঙ্গা শিল্পায়ন ও নাট্য বিদ্যালয়ের কর্ণধার আশিস চট্টোপাধ্যায়, মেকাপ শিল্পী দিলীপ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট মূকাভিনেতা জগদীশ ঘরামী এবং ধ্বনি এবং আলো প্রক্ষেপনে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন গৌতম সরকার। কলরব সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব গোবিন্দ কুন্ডু সকলকে স্বাগত জানান। দিলীপ বাবু এদিন রূপসজ্জার উপর হাতে কলমে প্রশিক্ষন প্রদান করেন।

গত ২৭ জুলাই প্রশিক্ষনের শেষ দিনে উপস্থিত বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মিলন সাহা, দিলীপ ভট্টাচার্য ও গৌতম সরকার কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী প্রশিক্ষনার্থীগণের হাতে শংসাপত্র তুলে দিয়ে এবং আগামী দিনে আরোও নাটকের কর্মশালা ও সেমিনার করার কথা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে কলরব এর কর্ণধার গোবিন্দ বাবু জানান, কর্মশালায় সংস্থার ২৫ জন সদস্য -সদস্যা অংশ গ্রহন করেন। কর্মশালায় অংশ গ্রহনকারী সকলের মধ্যে নাট্য কর্মশালাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

আমরা কপালী এই আমাদের পরিচয়
ওবিসি তালিকাভুক্ত কপালী সমাজ-এর
৩৮তম রাজ্য সম্মেলন
তারিখ ঃ ২৪শে শ্রাবণ ১৪৩২ সাল (ইংরাজী ১০ই আগষ্ট ২০২৫) রবিবার
পশ্চিমবঙ্গ কপালী সমিতি ● রেজিঃ নং- এস ৩৭০০২ (১৯৮২-৮৩) কলিকাতা
স্থান ঃ "গুরু গোবিন্দ সরকার মঞ্চ ও জ্যোতিময় দাস মঞ্চ, সাতভাই কালীতলা বিশ্ববন্ধু শিক্ষানিকেতন (উচ্চ মাধ্যমিক), রামনগর রোড, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা। সকাল ৯টা হইতে

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল বিক্রয়, মেরামত ও মোবাইলের জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
Mobile No.- 8944800404

ভাষা সন্ত্রাসের প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল

প্রথমপাতার পর...

বিশ্বাসের আহ্বানে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা-কর্মীগণ চাঁদপাড়া বাজার এলাকায় এক প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন। মিছিলে দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন, দলীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস ও শিপ্রা বিশ্বাস, দলনেতা নরোত্তম বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, অঞ্জনা বৈদ্য, নিরুপম রায় প্রমুখ। ফ্লেক্স ও প্ল্যাকার্ড হাতে দীপ্ত মিছিল চাঁদপাড়া বাজার এলেকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। তৃণমূল নেতা শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস জানান, বিগত বছর গুলির মতো এবারও আগামী ১৪ আগষ্ট স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং মধ্যরাতে দেশের স্বাধীনতা লাভের পুণ্যক্ষণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।

বেহাল পেট্রাপোলের আমদানি-রপ্তানি

প্রথমপাতার পর...

দিন দিন বাড়ছে। দ্রুত বৈঠক করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ভারত ল্যান্ড পোর্ট চেম্বার অব কমার্সের পরিচালক আলহাজ মতিয়ার রহমান জানান, বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে বছরে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার পণ্য আমদানি এবং বাংলাদেশ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকার পণ্য ভারতে রপ্তানি হয়। বিশাল বাণিজ্য সচল রাখতে মাসিক বৈঠক চালু রাখা জরুরি।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মুজিবর রহমান বলেন, বৈদেশিক বাণিজ্য গতিশীল করতে আগে বেনাপোল-পেট্রাপোল বন্দরে মাসিক বৈঠক হতো।

বনগাঁর কৃতী অ্যাথলেটিককে সংবর্ধনা

এম এ হাকিম, বনগাঁ : বনগাঁর এক কৃতী অ্যাথলেটিককে সংবর্ধনা দিলো

অ্যাথলেটিক কোচেস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (এসিএবি)। সম্প্রতি হেপ্টাথলন ইভেন্টে রাজ্যে সোনা জয় করেছে বনগাঁর মেয়ে বিউটি দাস। এই উপলক্ষে এসিএবি কনভেনর ইসমাইল সরদার অ্যাথলেটিক বিউটি দাসকে উৎসাহিত করতে তাঁর হাতে সংবর্ধনা স্মারকপত্র, ফুলের তোড়া, মিষ্টি এবং কিছু আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। এ সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন, অ্যাথলেটিক প্রশিক্ষণ সংস্থা রুরাল অ্যাথলেটিক্স ডেভেলপমেন্ট একাডেমি-র (রাডা) মুখ্য কোচ অভিজিৎ বিশ্বাস। রবিবার বিউটি দাসের বাড়িতে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে কৃতী অ্যাথলেটিককে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। বিউটি দাস ৭৩ তম রাজ্য অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় হেপ্টাথলন ইভেন্টে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বিভাগে সম্প্রতি স্বর্ণপদক লাভ করেছে। রাডা-র মুখ্য কোচ অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, বিউটি দাস শুধু স্বর্ণপদকই পায়নি, রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। আগের রেকর্ড ছিল ৪ হাজার ৩৩ পয়েন্ট, সেটা অতিক্রম করে সে ৪২০৬ পয়েন্ট অর্জন করেছে। এই সাফল্য আগে কেউ পায়নি। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোও চালিয়ে যেতে চায় বিউটি।

বারুইপুর ব্লকের আলিপুরে ইফকোর কৃষক সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৪ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বারুইপুর ব্লকের আলিপুরে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী সার প্রস্তুতকারী সংস্থা 'ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ (IFFCO) লিঃ এর উদ্যোগে এক কৃষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলেকার ৫২ জন কৃষিজীবী মানুষ উপস্থিত হন।

ইফকো'র জেলার বিশিষ্ট ক্ষেত্র প্রবন্ধক রীতেশ ঝা সমবেত কৃষকদের সামনে ইফকোর যুগান্তকারী আবিষ্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডি এ পি (তরল) সারের গুনমান এবং জমিতে ও ফসলে ব্যবহারের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা এবং ন্যানো ডি এ পি তরল সার ব্যবহারের পদ্ধতি বিশদে ব্যক্ত করেন।

শুধু তাই নয়, ইফকোর অন্যতম সার সাগরিকা, প্রাকৃতিক পটাশ, বায়োফার্টিলাইজার এবং সেই সঙ্গে ফসলের বিভিন্ন কীটনাশকের ব্যবহারের বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। এদিনের কৃষক সভায় উপস্থিত কৃষক সভায় উপস্থিত কৃষকগণের মধ্যে সভাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

বনগাঁয় চিত্র গ্রাহকদের উন্নতিতে ফটোগ্রাফি কর্মশালার আয়োজন

সায়ন ঘোষ, বনগাঁ : আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ফটোগ্রাফি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে গোটা বিশ্বে। প্রতিদিন কিছু না কিছু নতুন প্রযুক্তি দেখা যাচ্ছে এই মাধ্যমে। চারিদিকে চিত্রগ্রাহকদের কাজের মূলত প্রযুক্তি গত দিক থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই আয়োজন করা হয় বিভিন্ন কর্মশালা। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ পৌরসভার চন্দ্রিকা হলে আয়োজন করা হয় এক কর্মশালার। ওয়েস্ট বেঙ্গল ফোটোগ্রাফী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ও উত্তর ২৪ পরগনা ফোটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশন এর যৌথ উদ্যোগে ক্যানন কোম্পানি ও গোডক্স কোম্পানির সহযোগিতায় আয়োজন করা হয় এই কর্মশালার। চিত্রগ্রাহকদের মূলত প্রযুক্তি গত দিক থেকে উন্নত করা ও নিজেদের কাজের দক্ষতা বাড়াতেই আয়োজন হয় এটির। এছাড়াও এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে পোস্টার উদ্বোধন হয় আগামী কর্মসূচীর। যেটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী নভেম্বর মাসের ২-৩-৪ তারিখ কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। উত্তর ২৪ পরগনা ফোটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক দীপঙ্কর সাহা বলেন, "আমাদের সংস্থা প্রতি বছরই নানা রকম প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এরকম কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। চিত্রগ্রাহকদের উন্নতিটাই মূল লক্ষ্য আমাদের। এছাড়া আজকের কর্মশালার মাধ্যমে আমাদের আগামী কর্মসূচীর পোস্টার উদ্বোধন হয়।"

অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনা ফোটোগ্রাফার্স অ্যাসোসিয়েশনের বনগাঁ ইউনিটের সভাপতি দীপক কুমার পাল জানান, "মূলত ক্যামেরা প্রস্তুককারক সংস্থা ক্যানন ও লাইট প্রস্তুক কারক সংস্থা গোডক্স এর সহযোগিতায় আজকের এই কর্মশালা। আজকের অনুষ্ঠানে প্রায় ৮০ জন চিত্রগ্রাহক সামিল হয়েছিলেন। আমরা আগামী দিনে আরো চেষ্টা করবো এরকম কর্মশালার। আমাদের চিত্রগ্রাহক আরো উন্নতি করবে আগামীতে।"

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

মানক: পথপ্রদর্শক:

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়। পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়। সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD -এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে
আমাদের এখানে থেকে ফরেক্স -এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছে
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স -এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলস্‌ম্যান ও অফিস স্টাফ চাই
আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারনেশানাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান , নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট ৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেবে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ,
উত্তর ২৪ পরগণা

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে), দোতলায়

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রুপো, হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে
জুয়েলারী শোরুমে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই
CCTV ক্যামেরা,ফোন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্টাফ প্রয়োজন

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকল কে জানাই সাদর আমন্ত্রন

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিকালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বার করার সুব্যবস্থা রয়েছে।
বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**